মুশরিক বাহিনীর কয়েকজন বীর মল্লযুদ্ধের আহ্বান করলো।

কিন্তু তারা সবাই একে একে মুসলমানদের হাতে নিহত হলো। মল্লযুদ্ধের পর শুরু হলো ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। হযরত উমর রাযি., হযরত হামযা রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত যুবাইর রাযি. সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগলেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একটা তরবারী হযরত আবু দুজানা রাযি. এর হাতে তুলে দিলেন। এটা নিয়ে তিনি কুরাইশদের বাহিনীকে তছনছ করে ফেললেন।

হানযালা রাযি. নামের এক সাহাবী সবেমাত্র বিয়ে করেছিলেন। জিহাদের ডাক শুনেই তিনি বিবিকে ছেড়ে ময়দানে চলে এলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

উহুদ প্রান্তরে শুরু হলো মুশরিকদের পরাজয়

মুশরিকরা প্রথমে মনে করেছিলো এবার তারা মুসলমানদের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি। এবার নিশ্চয়ই মুসলমানরা কিছুতেই তাদের সাথে পারবে না।

কিন্তু মুসলমানরা কি আর সংখ্যা দেখে যুদ্ধ করে? তারা তো যুদ্ধ করে ঈমানের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে। বদরের যুদ্ধে তো মুসলমানদের সংখ্যা এরচেয়েও কম ছিলো। কিন্তু বিজয় মুসলমানদেরই হয়েছে।

উহুদ যুদ্ধেও এমনি হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাত শ' মুসলমানের কাছে মার খেয়ে তিন হাজার মুশরিক পিছু হটতে শুরু করলো। মুসলমানরা মুশরিকদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র শস্ত্র এবং ধন-সম্পদ সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এদিকে কিন্তু বিরাট ভুল হয়ে গেলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাহাড়ের গিরিপথে যাদেরকে পাহারায় রেখে-ছিলেন তারা মনে করলেন যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন আর পাহারায় থাকার দরকার নেই। এই মনে করে তারা সেখান থেকে সরে এলেন। শুধু তাদের দলনেতা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে থেকে গেলেন।

কিন্তু এটাই হলো এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ভুল। তারা সেখান থেকে চলে আসার কারণে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা আশঙ্কা করেছিলেন তাই হলো। মুশরিক বাহিনীতে একজন বীর ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ। তখনো তিনি মুসলমান হননি। তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে নিজের ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে মুসলমানদের উপর আক্রমণ করলেন। তার আক্রমণে মুসলমানরা দিশেহারা হয়ে গেলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই অনেক মুসলমান শহীদ হয়ে গেলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীকে সবার আগে দেখেছিলেন আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছে করলে এই বাহিনী-কে দেখার সাথে সাথেই নিরাপদ কোথাও আশ্রয় নিতে পারতেন।

কিন্তু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের চাইতে বেশি চিন্তা করছিলেন সাহ-াবায়ে কেরামকে নিয়ে। কারণ সাহাবায়ে কেরাম তখনো খেয়ালই করতে পারেননি যে, শত্রুরা তাদের একদম পেছনে চলে এসেছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সাবধান করার জন্য আওয়াজ করে ডাকতে লাগলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওয়াজ শুনে মুশরিকরা বুঝে ফেললো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখন কোথায় আছেন। সাথে সাথে তারা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘেরাও করে ফেললো।

মুশরিকরা নবীজীকে শহীদ করার জন্য ভীষণ চেষ্টা করতে লাগলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তখন ছিলো মাত্র নয়জন সাহাবী। তাঁরা জানপ্রাণ দিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। একেকজন সাহাবী একাই দশ বারো জন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। এভাবে নয়জন সাহাবীর মধ্যে সাতজনই শহীদ হয়ে গেলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন মাথায় একটা লোহার শিরস্ত্রাণ পরে ছিলেন। এক মুশরিকের তলোয়ারের আঘাতে সেই শিরস্ত্রাণের লোহা ভেঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় ঢুকে গেলো। মুশরিকটার নাম ছিলো আব্দু-ল্লাহ ইবনে কামিয়া। আরেক মুশরিক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাথর ছুঁড়ে মারলো। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পাশে পড়ে গেলেন এবং তাঁর একটি দাঁত মুবারক শহীদ হয়ে গেলো। এই যালিমের নাম ছিলো উতবা ইবনে ওয়াক্কাস।

নবীজীকে রক্ষা করতে সাহাবায়ে কেরাম ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ হতে দেখে জলদি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে চলে এলেন। তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করলেন। শত্রুরা দূর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে বৃষ্টির মতো তীর ছুড়তে লাগলো। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের বুক পেতে সেই তীর থেকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্ষা করতে লাগলেন।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেলো। কাঁধেও মারাত্মকভাবে আঘাত পেলেন। কিন্তু এরপরও তিনি বদদু‘আ না করে মুশরিকদের জন্য হেদায়েতের দু‘আ করতে লাগলেন। বললেন, ‘হে আল্লাহ! আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও, ওরা বোঝে না।’

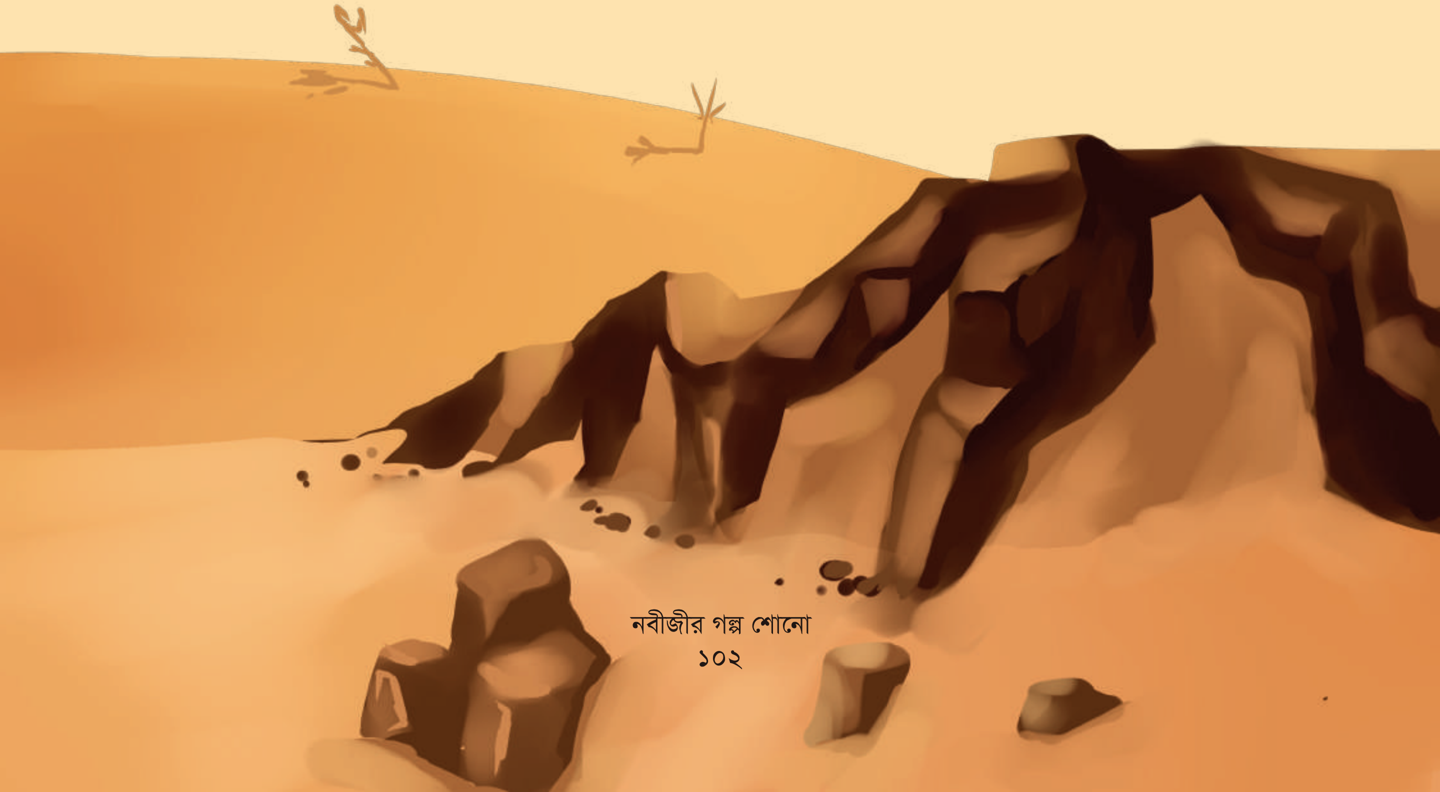

এই ভীষণ বিপদের সময়েই চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। এ কথা শুনে অনেকে একদম হতাশ হয়ে পড়লেন। তারা যুদ্ধ বন্ধ করে হাত গুটিয়ে বসে রইলেন। কিন্তু কয়েকজন সাহাবী সবাইকে ডেকে বললেন, ‘হে মুসলমান, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি ইন্তেকাল করে থাকেন তাহলে তোমরা আর বেঁচে থেকে কী করবে? জেনে রাখো, আল্লাহ কিন্তু ইন্তেকাল করেননি। ওঠো, সবাই আল্লাহর দীনের জন্য লড়াই করো।

তাদের কথা শুনে সবাই সাহস ফিরে পেলেন। একটু পর তারা যখন জানতে পারলেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেননি; তখন তাদের সাহস ফিরে এলো। নতুন উদ্দীপনা নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে সবাই শত্রুর কবল থেকে বের হয়ে এলেন।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো

উহুদ যুদ্ধের পর দেখা গেলো– বড় বড় অনেক সাহাবী শহীদ হয়ে গেছেন। এমনকি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় চাচা হামযা রাযি.ও শহীদ হয়ে গেছেন। হামযা রাযি. কে শহীদ করার পর মুশরিকরা তার বুক চিরে কলিজা বের করে ফেলে-লা। এরপর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা সেটাকে চিবিয়ে খেলো।

ইশ্, কী মর্মান্তিক দৃশ্য! নিজের চাচার এ ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতোটা কষ্ট পেয়েছেন, ভাবতে পারো?

শুধু হামযা রাযি. নয়। উহুদের ময়দানে প্রায় সত্তর জন সাহাবী শহীদ হয়েছেন। মুশ-রিকরা তাদের অনেকেরই নাক-কান কেটে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো।

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুরে ঘুরে শহীদদের অবস্থা দেখে অনেক ব্যথিত হলেন। তাঁদের জানাযা পড়ার সময় তিনি এমনভাবে কান্না করলেন যে, তাঁর কান্নার আওয়াজ সবাই শুনতে পেলো।